[illegible] ভাদ্র, সোমবার—১৩০৫।

কর্ম্মের সার্থকতা কোথায়

শ্রীভগবান্ বলিয়াছেন,—"যজ্ঞার্থাৎ কর্ম্মণোঽন্যত্র লোকোঽয়ং কর্ম্মবন্ধনঃ।" অর্থাৎ যজ্ঞ (বিষ্ণু বা বিষ্ণুপ্রীত্যর্থে কর্ম্ম) ব্যতীত অন্য কর্ম্ম বন্ধনের কারণ, সুতরাং বন্ধন-নিবারণার্থ কর্ম্মকে যজ্ঞরূপ বলিয়া শাস্ত্রান্তরে ও উক্ত হইয়াছে,—

যদ্বুধে বিষ্ণবে যজ্ঞে হরিরুদ্দিশ্য বা ক্রিয়া।
সৈব ভক্তিরিতি প্রোক্তা তয়া ভক্তিঃ পরাভবেদিতি॥
লৌকিকী বৈদিকী বাপি যা ক্রিয়া ক্রিয়তে মুনে।
হরিসেবানুকূলৈব সা কার্য্যা ভক্তিসিদ্ধয়ে॥

হে নারদ! হরিকে উদ্দেশ করিয়া যে ক্রিয়া হয়, তাহাই কনিষ্ঠ অধিকারীর বাঞ্ছিত ভক্তি, উহা ক্রমে পরাভক্তিতে পরিণত হয়। আরও বলিলেন, লৌকিকীই হউক, বৈদিকী হউক, যে মুনে, হরিসেবানুকূল কর্ম্ম ভক্তীচ্ছু মধ্যমাধিকারিগণ করিয়া থাকেন: অধ্বর্য্যাদি উত্তমাধিকারিগণ সর্ব্বোপাধি-বিনির্ম্মুক্ত, কৃষ্ণপরত্ব এবং অন্যাভিলাষিতাশূন্য, জ্ঞান-কর্ম্মাদির দ্বারা অনাবৃত নির্ম্মল-হৃদয়ে সমস্ত চেষ্টার দ্বারা হৃষীকেশের হরিমন্দির মার্জ্জনাদি কার্য্য করিয়া থাকেন।

ভক্তিসন্দর্ভ ১৩৩ সংখ্যায় শ্রীল জীব গোস্বামীপাদ লিখিয়াছেন,—"অথ সাক্ষাদ্ভক্তিনিষ্ঠপূর্ব্বং তদ্ভক্ত্যুদ্দেশেন ভগবদর্পিত-কর্ম্মাদ্যাত্মা সর্ব্বেষাং তাপত্রয় সম্ভবপ্রমোষ" ইত্যাদিতে বর্ণিত আছে,—

যদ্যপি নিষ্কামং বা সাত্ত্বিকং নিজকর্ম্ম
তৎ।
তদ্ভক্তস্য বিষ্ণোরাত্মাদি
তামসম্॥

অর্থাৎ অনন্তর সাক্ষাদ্ভক্তির নিষ্ঠপূর্ব্ব বলিবার জন্য ভগবদর্পিত কর্ম্ম হইতে আরম্ভ করিয়া সকল আদির সত্ত্বগুণ একটী শ্লোকে বলিতেছেন,—হে উদ্ধব! আপনাকে যদি আত্মজ্ঞান করিয়া ভগবানের প্রীতির উদ্দেশে নিষ্কাম অর্পণ, তাহাই সাত্ত্বিক ভাব, বিষয় ভোগের জন্য বা উদ্দেশ করিয়া যে অনুষ্ঠান, তাহা রাজস, এবং হিংসা-প্রাণিবধাদি তামস।

[illegible] কর্ম্মাধিকারীদিগের ভাগবতধর্ম্মে যে মতে কর্ম্মার্পণ হইবেন, তাহা সাত্ত্বিক হইলেও সাক্ষাৎ ভক্ত্যুদ্দেশে নহে। আর অনেক সময় নিষ্ঠের অন্যান্য-সন্ধান-তৎপর ও কৈবল্যেচ্ছু ব্যক্তিগণ চিত্তশুদ্ধ্যাদি ফল-লাভের উদ্দেশে কর্ম্মার্পণ করিয়া তাহার নিষ্কামতা প্রতিপাদন করিবার জন্য যে ভগবদর্পণের ছলনা প্রদর্শন করেন, তাহা রাজস কর্ম্মার্পণ, উহা দ্বারা হরিতোষণ বা জীবাত্মার স্বরূপ বৃত্তি উদ্বুদ্ধ হয় না, উহাতে আত্মবিনাশরূপ অমঙ্গল ঘটে। আজকাল অনেকেই এই রাজস-কর্ম্মার্পণকে নিষ্কাম কর্ম্ম বলিয়া বাজারে চালাইতেছেন। প্রাণীহিংসা, দম্ভ, মাৎসর্য্যাদিকৃত যজ্ঞাদিতে যে কর্ম্মার্পণ, তাহাই তামসিক, ইহার উদ্দেশ্যও হরিতোষণ নহে, ভগবানকে ঘেষার করিয়া আত্মসুখ সংগ্রহের চেষ্টা মাত্র। আজকালকার অকর্ম্মবাদী সম্প্রদায়ের অনেকের ধারণা, কর্ম্ম করিতে করিতে ভক্তি উদিত হইবে। শ্রীমন্মহাপ্রভু ও শ্রীমদ্ভাগবত এক বাক্যে তাহা নিষেধ করিয়াছেন,—

কর্ম্মনিন্দা কর্ম্মত্যাগ সর্ব্বশাস্ত্রে কহে।
কর্ম্ম হইতে প্রেমভক্তি কৃষ্ণে কভু নহে॥
(চৈঃ চরিতামৃত)

আজ্ঞায়ৈবং গুণান্ দোষান্ময়াদিষ্টানপি স্বকান্।
ধর্ম্মান্ সন্ত্যজ্য যঃ সর্ব্বান্মাং ভজেৎ স চ সত্তমঃ॥ (ভাগবত)

সর্ব্বধর্ম্মান্ পরিত্যজ্য মামেকং শরণং ব্রজ।
(গীতা)

অসৎকর্ম্ম হইতে সৎকর্ম্ম শ্রেষ্ঠ। কিন্তু তাদৃশ কর্ম্ম দ্বারা কৃষ্ণে প্রেমভক্তি উদিত হইতে পারে না। কর্ম্ম জীবের সুখ বা দুঃখ প্রাপ্তির কারণ, জীবের সুখ বা দুঃখ প্রাপ্তির ফলে ভক্তি উদয়ের সম্ভাবনা নাই। কৃষ্ণের সুখ-প্রাপ্তির জন্য সেবাই ভক্তি। শ্রুতিও কর্ম্মনিন্দা করিয়াছেন,—

ন সাধুনা কর্ম্মণো ভূয়ান্ নো এবাসাধুনা ক্বচিৎ।
(কঠ)

ন হ বৈ দেবা অদৃষ্টা যজ্ঞকলাঃ। (মুণ্ডক)

উক্ত্যাদি অসৎকর্ম্মপরায়ণ ব্যক্তিকে সৎকর্ম্মে প্রলোভিত করিয়া পরে তাহার মতি পরিবর্ত্তনের জন্যই শাস্ত্রে কর্ম্মের ব্যবস্থা। শ্রীমদ্ভাগবত বলেন,—

কর্ম্মাকর্ম্ম বিকর্ম্মেতি বেদবাদো ন লৌকিকঃ।
বেদস্য চেশ্বরাত্মত্বাত্তত্র মুহ্যন্তি সূরয়ঃ॥
পুরোডাশাদো বেদোঽয়ং বালানামনুশাসনম্।
কর্ম্মমোক্ষায় কর্ম্মাণি বিদধ্যাদ্ধীরযা যথা॥
নাচরেদস্তু বেদোক্তং স্বয়মজ্ঞোঽজিতেন্দ্রিয়ঃ।
বিকর্ম্মণা হ্যধর্ম্মেণ মৃত্যোর্মৃত্যুমুপৈতি সঃ॥

বেদোক্তকর্ম্মের কুর্ম্মাদো নিঃশ্রেয়সোপপত্তি-
র্মীমাংসিতা।
নৈষ্কর্ম্ম্যং লভতে সিদ্ধিং যেনাত্মার্পিত-
ফলশ্রুতিঃ॥

অর্থাৎ কর্ম্ম, অকর্ম্ম ও বিকর্ম্ম বলিয়া যে বিতর্ক হয়, তাহাও বেদবাদ। বেদ ঈশ্বর স্বরূপ, সুতরাং যতই বুদ্ধি প্রকাশ করুন, পণ্ডিতাভিমানী ব্যক্তিগণ তাহাতে মোহপ্রাপ্ত হন। বেদ স্বয়ং পরোক্ষবাদ, ইহা মূঢ় লোকের পক্ষে অনুশাসন। কর্ম্মলোপ তাৎপর্য্যেই কর্ম্ম অনুজ্ঞাত হইয়াছে পীড়িত লোককে রোগ নিবারণের জন্য যেরূপ ঔষধ বিধান করা হয়, সেইরূপ কর্ম্মরূপ পীড়ার জন্যই কর্ম্মবিধান। অজিতেন্দ্রিয় ব্যক্তি যদি বেদোক্ত কর্ম্ম আচরণ না করে, তাহা হইলে সে বিকর্ম্মের ফলে অধর্ম্মরূপ মৃত্যুর দ্বারা মৃত্যুকে প্রাপ্ত হয়। আবার কর্ম্মফলে আসক্তি না করিয়া এবং ঈশ্বরে ঐ কর্ম্ম অর্পণপূর্ব্বক যিনি বেদোক্ত কর্ম্ম আচরণ করেন, তিনি কর্ম্ম হইতে মুক্ত হইয়া নৈষ্কর্ম্মসিদ্ধি লাভ করেন। নৈষ্কর্ম্মসিদ্ধই কর্ম্মের প্রকৃত ফল, অন্য যে ফলশ্রুতি, তাহা কেবল নৈষ্কর্ম্মকর্ম্মে রুচি উৎপাদন করিবার জন্য উক্ত হইয়াছে। শ্রীগীতায়ও দেখা যায়,—"ন বুদ্ধিভেদং জনয়েদজ্ঞানাং কর্ম্মসঙ্গিনাং।" কর্ম্মসঙ্গী অজ্ঞ পুরুষকে কর্ম্মের তাৎপর্য্যে যে ভক্ত্যুৎপাদক জ্ঞান, তাহা বলিলে সে শ্রদ্ধার সহিত তাহাতে আগ্রহ প্রকাশ করিবে না, এই জন্য সহসা কর্ম্মজড়তা ত্যাগ করিবার উপদেশ দেওয়া উচিত নহে, কারণ, তাহা হইলে সে সৎকর্ম্ম হইতে ভ্রষ্ট হইয়া বিকর্ম্মে নিযুক্ত হইয়া পড়িবে। কথায় বলে,—"নাই মামা হইতে কাণা মামা ভাল।" কিন্তু গীতার এই উপদেশ অসমর্থ উপদেষ্টার প্রতি, যাঁহারা ভক্তি উপদেশ করেন, তাঁহাদের পক্ষে এ উপদেশ নয়, যেহেতু ভক্তি-সম্বন্ধে অন্তঃকরণ-শুদ্ধি পর্য্যন্ত অপেক্ষা নাই, যথা শ্রীমদ্ভাগবতে—

স্বয়ং নিঃশ্রেয়সং বিদ্বান্ ন বক্ত্যজ্ঞায় কর্ম্ম হি।
ন রাতি রোগিণোঽপথ্যং বাঞ্ছতোঽপি ভিষক্তমঃ॥

যিনি স্বয়ং আত্যন্তিক মঙ্গলের বিষয় অবগত আছেন, এইরূপ বিদ্বান পুরুষ কখনও অজ্ঞকে ও কর্ম্মের বিষয় উপদেশ করেন না। রোগী কুপথ্য অভিলাষ করিলেই সাধুবৈদ্য কখনও তাহা প্রদান করেন না।

নেহ যৎকর্ম্ম ধর্ম্মায় ন বিরাগায় কল্পতে।
ন তীর্থপাদসেবায়ৈ জীবন্নপি মৃতো হি সঃ॥

যাহার কর্ম্ম ধর্ম্মের জন্য অনুষ্ঠিত না হয়, যাহার ধর্ম্ম বিরাগপর জ্ঞানের উদ্দেশে অনুষ্ঠিত না হয়,, যাহার বৈরাগ্য ভগবৎ পাদপদ্মসেবায় নিযুক্ত না হয়, সে ব্যক্তি জীবন্মৃত। সুতরাং আধুনিক জগতে

নিমাই

(পূর্ব্বপ্রকাশিতের পর)

(শ্রীযুক্ত সুরবিহারী জ্যোতির্ভূষণ)

দিগ্বিজয়ী পণ্ডিত পালিয়েছে যবে
পণ্ডিতাচার্য্যমনে কেমন আনন্দ, আর স
লোকের মনেও তেমনি কেমন একটা খু
খুসী ভাব। আজ নবদ্বীপের মধ্যে যেখ
নেই যাওয়া যাক যা কেন, সেইখানে
নিমাইয়ের কথা—নিমাইয়ের প্রশংসা
ছেলে, বুড়ো, মেয়ে, মর্দ্দ সকলেরই মুখে
এক কথা—নিমাই পণ্ডিত দিগ্বিজ
পণ্ডিতকে হারিয়ে দিয়েছে—নিমাই পণ্ডি
সকলের চেয়ে ভাল। যে যা বলে বলু

অতাত্ত্বিকগণ যে বন্যা, দুষ্টদমন, দরিদ্র
নারায়ণ জ্ঞানে বদ্ধজীবের দেহ-সেবা প্রভৃ
বা দেশ, সমাজ উদ্ধার প্রভৃতির কার্য্যে
নিষ্কাম জানিয়া নিঃস্বার্থপর কর্ম্ম বলি
বলিয়া প্রতিপাদন করিতেছেন, তা
অচ্যুতভাব, অর্থাৎ হরিতোষণপর ন
বলিয়া জীবন-রহিত প্রাকৃত চেষ্টা মাত্র
শ্রীমদ্ভাগবতে নারদ ঋষি ব্যাসদেব
বলিতেছেন,—

এতৎ সংসূচিতং ব্রহ্মংস্তাপত্রয়চিকিৎ-
সিতম্
যদীশ্বরে ভগবতি কর্ম্ম ব্রহ্মণি ভাবিতম্
আমরো যশ্চ ভূতানাং জায়তে যেন সুব্র
তদেব হ্যাময়ং দ্রব্যং ন পুনাতি চিকিৎ-
সিতম্
এবং নৃণাং ক্রিয়াযোগাঃ সর্ব্বে সংসৃতি-
হেতবঃ
ত এবাত্মবিনাশায় কল্পন্তে কল্পিতাঃ পরে
যদত্র ক্রিয়তে কর্ম্ম ভগবৎপরিতোষণম্।
জ্ঞানং যত্তদধীনংহি ভক্তি-যোগসমন্বিত

অর্থাৎ সর্ব্ব নিয়ন্তা ঈশ্বর ভগবানে
কর্ম্ম সমর্পিত হয়, এতাদৃশ কর্ম্মই আধ্যা
আধিদৈবিক এবং আধিভৌতিক—
ত্রিবিধ তাপ-নিবর্ত্তক বা উপশমকা
বলিয়া কথিত হইয়াছে। যে যে
ভেষজে প্রাণিগণের যে যে রোগ জ
কেবল সেই সব রোগোৎপাদক দ্রব্য সে
করিলে কখনও সেই সেই রোগের উপ
হয় না, কিন্তু ঐ সব রোগজনক দ্রব্য অন্য দ্রব্য বা ঔষধের সহিত রা
যোগে মিশ্রিত হইলে তৎসেবনফলেই
রোগ নিবৃত্ত হয়। সেইরূপ মানবগ
নৈমিত্তিক কাম্যকর্ম্মসমূহ সংসার বন্ধন
যোনি ভ্রমণের কারণ, কিন্তু সেই স
কর্ম্মই ঈশ্বরে সমর্পিত হইলে ভগবদ্বি
অসৎবুদ্ধি বিনাশে সমর্থ হয়। হরিতোষ
জন্য যে কর্ম্ম অনুষ্ঠিত হয়, তাহাই ভ
যে স্থলে কর্ম্ম কেবল শুদ্ধভক্তির সে
কৃত হয়, তখন তাহার কর্ম্মত্ব দূর হয়।